سورة البلد

সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২০ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ① وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ② وَ وَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ③
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ④ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ⑤
يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ⑥ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ⑦ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ
عَيْنَيْنِ ⑧ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ⑩ فَلَا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ ⑪ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫ فَكُّ رَقَبَةٍ ⑬ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ
ذِيْ مَسْغَبَةٍ ⑭ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ⑮ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯ ثُمَّ كَانَ
مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ⑰ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑱ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ⑲
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ⑳

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়, (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রম-নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি! (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, (৯) জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়? (১০) বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি

(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান (১৫) এতীম আত্মীয়কে (১৬) অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই (মক্কা) নগরীর শপথ করি এবং [শপথের জওয়াব বলার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে যে] আপনার জন্য এ নগরীতে যুদ্ধবিগ্রহ জায়েয হবে। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জন্য যুদ্ধ হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। হেরেমের বিধানাবলী অপ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকের এবং যা জন্ম দেয় তার। [সমস্ত সন্তানের পিতা আদম (আ)। অতএব এভাবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে] আমি মানুষকে খুব শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, কষ্টে ও চিন্তাভাবনায় অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফলে তার মধ্যে অক্ষমতা ও অপারক মনোভাব থাকা উচিত ছিল। সে নিজেকে বিধি-লিপির বেড়াজালে আবদ্ধ মনে করত এবং আল্লাহ্র আদেশের অনুসারী হত। কিন্তু কাফির মানুষ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। অতএব) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না ? (অর্থাৎ সে কি নিজেকে আল্লাহ্র কুদরতের বাইরে মনে করেই এমন ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে ?) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। (অর্থাৎ একে তো স্পর্ধা দেখায়, তার উপর রসূলের শত্রুতা ও ইসলামের বিরোধিতায় ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। এরপর প্রচুর ধনসম্পদের বলে মিথ্যাও বলে)। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি ? [অর্থাৎ আল্লাহ্ অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি জানেন যে, পাপ কাজে ব্যয় করেছে। সুতরাং এজন্য শাস্তি দেবেন। এছাড়া পরিমাণও দেখেছেন যে, প্রচুর নয়। এটা যেকোন কাফিরের অবস্থা। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুরা তাই বলত এবং করত। মোট কথা, কাফির ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি এবং অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দ্বারাও হয়নি, যা অতঃপর বর্ণিত হয়েছে]। আমি কি তাকে চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় দেইনি ? অতঃপর তাকে ভাল ও মন্দ দু'টি পথই বলে দিয়েছি যাতে ক্ষতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং লাভের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আল্লাহ্র বিধানাবলীর অনুসারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (ধর্মের কাজ কষ্টসাধ্য বিধায় একে ঘাঁটি বলা হয়েছে)। আপনি কি জানেন, সে ঘাঁটি কি ? তা হচ্ছে দাস-মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, কোন আত্মীয় এতীমকে অথবা কোন ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র এসব বিধান মেনে চলা উচিত ছিল)। অতঃপর (সর্বোপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সব-রের এবং (উপদেশ দেয়) দয়ার। (অর্থাৎ জুলুম না করার। ঈমান সবার অগ্রে, এরপর

সবরের উপদেশ উত্তম, এরপর জুলুম থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, এরপর আসে فَكُّ رَقَبَةٍ থেকে مَتْرَبَةٍ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াদির স্তর। অতএব ثُمَّ অব্যয়টি এখানে মর্যাদার উচ্চতা বোঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখাগুলো মেনে চলা উচিত ছিল। অতঃপর মু'মিনদের প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে)। তারাই ডান-দিকস্থ লোক। (এর তফসীর সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বস্তরের মু'মিনই অন্তর্ভুক্ত)। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে (অর্থাৎ শাখা তো দূরের কথা মূলনীতিই মানে না)। তারাই বামপার্শ্বস্থ লোক। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ভর্তি করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে চিরকাল সেখানে থাকবে এবং বের হতে পারবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ —এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। البلد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে امين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ এ কথা জ্ঞাপন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা অভিজাত ও সেরা নগরী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আ'দী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হত, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।—(মাযহারী)

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ —حل শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—এক. এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حل-এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র ; বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুই. এটা حلت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ দিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফিররা হালাল মনে করে রেখেছে

এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহ্র রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হেরেমে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ---এখানে والد বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ) আর ما ولد বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ---كبد-এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে ; জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি---এসমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ মানুষের ন্যায় অন্য কোন সৃষ্টজীব কষ্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তি অত্যন্ত বেশী। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাআপনি সৃজিত হয়নি অথবা অন্য কোন মানুষ তাকে জন্ম দেয়নি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানবের কোন প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্য কখনও এরূপ শ্রম ও কষ্ট পছন্দ করত না।---(কুরতুবী)

কষ্ট স্বীকারের জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত ঃ এ শপথ ও তার জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোন কষ্টের

সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদের এই কামনা একটি দুঃস্বপ্ন, যা কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হল, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ---অর্থাৎ এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য ঃ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ — نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْد-এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এ পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলারও কোন ক্ষমতা নেই এবং তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ্ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবস্থান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অঙ্গ। এর হিফাযতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্দা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মত কোন ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রূর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রূর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদেশের শক্ত হাড় রয়েছে। ফলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোন কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যঘন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন---মনের মাঝে কোন একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিল, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা তৈরী করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে শ্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্বায় এসেছে। জিহ্বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই আওয়ায ও

অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ, সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহ্বাকে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্ষমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠদ্বয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠ-দ্বয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখে-ছেন। যেমন এক আয়াতে আছে فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا অর্থাৎ মানুষের নফসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গম্বরগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ্র কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আত্ম-রক্ষা করা, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধ-নের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ — عَقَبَةٌ বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে

আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহ্‌র ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে فَكُّ رَقَبَةٍ অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা সওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঃ

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ —অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ —অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত মিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবী ঃ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। مَرْحَمَةٌ-এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।